পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আ:)

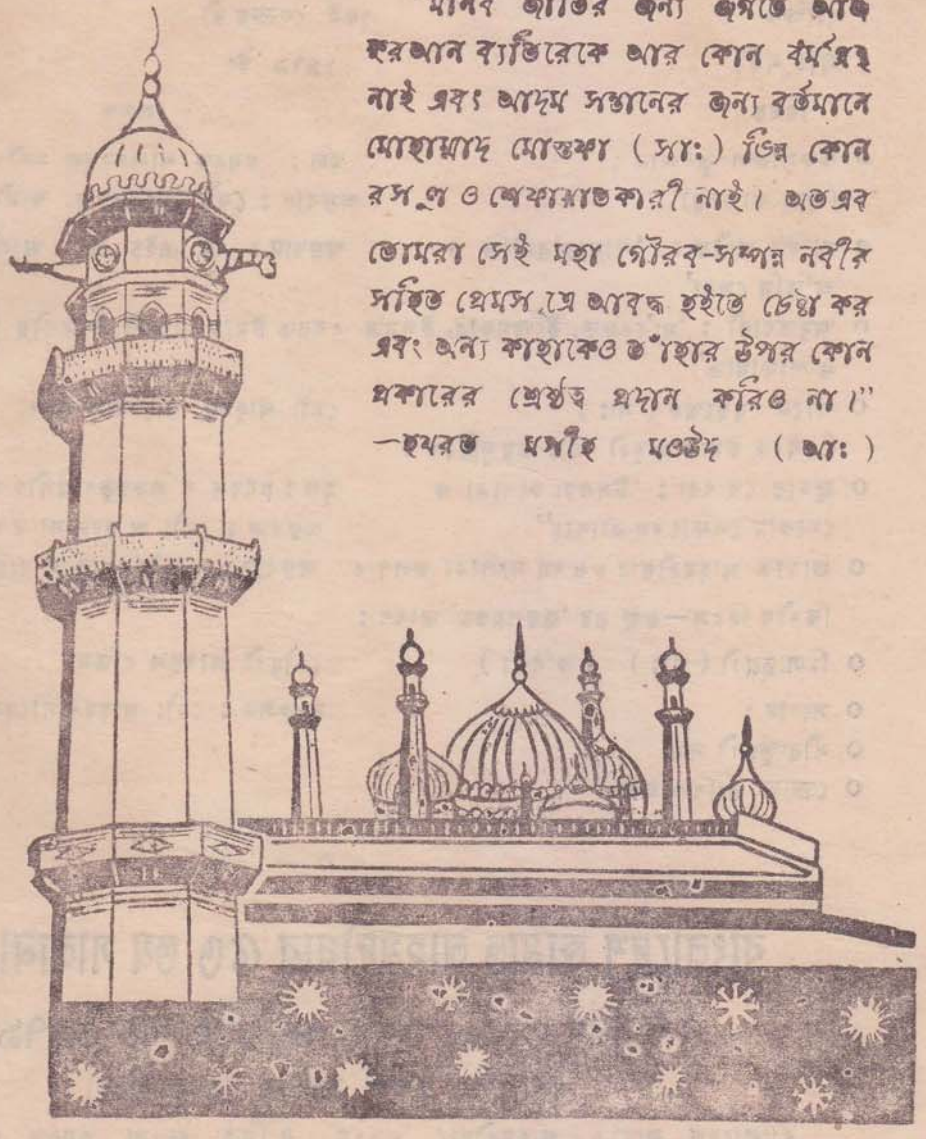

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

২রা ফাল্গুন, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ ইং : ১৭ই রবিউল আউয়াল, ১৩৯৯ হি:

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

"সীরাতুন্নবী সংখ্যা"

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ ইং | ৩১শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : (সূরা কাওসর)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীন, বাঃ এ : আঃ	
০ হাদিস শরীফ : 'পানাহারনীতি ও অতিথি সেবা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃতবাণী : 'মা'রেফত, ইস্তেগফার, ইসমত ও শাফায়াত'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ)	৭
০ শানে মুহাম্মদ (সাঃ) (হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ-এর দৃষ্টিতে)	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
০ জুমার খোৎবা : 'উসওয়া হাসানা ও মোকাম শেফাতের ব্যাখ্যা"	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৩
০ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৬তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবস—হুজুরের 'রূহপরওর' ভাষণ :	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫
০ মিলাদুন্নবী (সাঃ) (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	১৯
০ সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২০
০ সীরাতুন্নবী সভা		
০ ক্রোড় বার্ষিক জলসা		

— ০ —

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৫৬ তম সালানা জলসা

তারিখ : ৯, ১০ই ও ১১ই মার্চ ১৯৭৯ ইং

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৬তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর মনজুরীক্রমে আগামী ৯ই, ১০ই ও ১১ই মার্চ (মোতাবেক ২০, ২৯ ও ২৬শে ফাল্গুন ১৩৮৫ বাংলা) তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা, দারুত তবলীগে কেন্দ্রীয় আহ্‌মদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্ মরকজ হইতে বুজুর্গানের শুভাগমনের আশা করা যাইতেছে। জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে পত্র দেওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। (আমিন)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

২রা ফাল্গুন, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ ইং : ১৭ই রবিউল আউয়াল ১৩৯৯ হিজরী

'তফসীরে কোরআন'—

সূরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

فصل لربك এর মধ্যে এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নামায অর্থাৎ আনুগত্যের প্রকাশ এবং দোওয়া অর্থাৎ অভাব পূরণের প্রার্থনা এই দুইটি বিষয় ক্ষমতাবান অস্তিত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, দৃষ্টান্তস্বরূপ—এক ফকীর এক অজানা স্থানে গিয়া যখন কোন বড় বাড়ি দেখে, এবং উহার দরজায় চাকর-বাকর খাড়া দেখে, তখন সে অন্দাজ করিয়া লয় যে, এই বাড়ির মালিক অর্থশালি এবং বুঝিয়া লয় যে এখানে ভিক্ষা চাহিলে কিছু পাওয়া যাইবে কোনও সময়ে হয়ত বাড়িওয়ালা কিছু দেয় না। পার্শ্বে এক অত্যন্ত গরীব বুড়ির পর্ণকুটীর দেখা যায়। সে দয়াদ্রচিত্তা। সে ফকিরকে দেখিয়া, তাহাকে ডাক দেয়, 'এদিকে এস'। ফকির আসিলে, তাহাকে উদ্বৃত্ত রুটি বা কিছু আটা দেয়। বুড়ির মনের খবর না জানায় ফকির তাহার নিকট কিছু চাহে না। প্রথমে সে এমন ব্যক্তির নিকট চাহে, যাহার সম্বন্ধে তাহার ধারণা যে সে দিতে পারে। সে বাহ্যিক দেখিয়া কিছু পাওয়ার আশায় এক তীর চালাইয়া দেয়। নিশ্চিত পাওয়ার ধারণা লইয়া সে চাহে নাই। কিন্তু সে যদি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হইত যে, সেখানে অবশ্যই কিছু পাইবে, তাহা হইলে তাহার ভিক্ষার ডাক হইতে দৃঢ় বিশ্বাস ফুটিয়া উঠিত যে সে সেখান হইতে খালি হাতে ফিরিবে না। فصل لربك আয়াতের মধ্যে উপরি বর্ণিত বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্-তায়ালা বলিয়াছেন যে, "তুমি আপন রবের নিকট চাহ এবং দোওয়া কর।" এখানে রব শব্দের ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা জানাইয়াছেন যে তিনি তোমার পালন-কর্তা, তিনি সদা তোমার উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন। এতদ্বারা তিনি মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে চাহেন যে, তোমরা যে খোদার নিকট দোওয়ার জন্য

হাত উঠাইয়াছ, তিনি যে কেবল দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাহাই নহে, বরং তিনি তোমাকেও দিতে পারেন। বরং অতীত কাল হইতে তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ তাঁহার নিকট হাত পাতিয়া আসিতেছে এবং তিনি সদা তাহাদের চাওয়া পুরণ করিয়া আসিতেছেন। এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, দানশীল ব্যক্তিও সকল ব্যক্তিকে দেয় না। কাহাকেও দেয় কাহাকেও দেয় না। সে আপন প্রতিবেশীগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও অভাব পুরণের খেয়াল রাখে এবং কাহারও কাহারও রাখে না। এই সন্দেহ দূর করার জন্য আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন لربك অর্থাৎ তিনি কেবল দানশীল নহেন এবং কাহাকেও খালি হাতে ফিরাইয়া দেন না, বরং হে বান্দা, তাঁহার সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং তুমি বিশ্বাস রাখ যে তোমার দোওয়া রদ হইবে না। কারণ তিনি যেমন কুদরতের অধিপতি, তেমনি তিনি মহান দাতা এবং তিনি সদা তোমার প্রতি সযত্ন দৃষ্টিও রাখেন। অতঃপর তিনি আদেশ দিয়াছেন وانحر অর্থাৎ কওসারের কারণে যেমন তুমি দোওয়া কর তেমনি বড় বড় কুরবানী করিতে থাক।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে কওসার শব্দের তিন প্রকার অর্থ। ১। জান্নাতের এক নহরের নাম কওসার। এই অর্থের সহিত فصل لربك আয়াতের কোন মিল হয় না। "তোমাকে জান্নাতে নহর দেওয়া হইবে, তুমি নামায পড় এবং বড় বড় কুরবানী দাও" বলিলে অযৌক্তিক হইবে। আল্লাহ্তায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কওসার অপেক্ষা বড় দান দিবার ওয়াদা দিয়াছেন কিন্তু সে সবের জন্য নামায পড়া এবং কুরবানী দেওয়ার আদেশ দেন নাই। যথা, আল্লাহ্-তায়ালা ولسوف يعطيك ربك فترضى অর্থাৎ তাঁহার সান্নিধ্য ও দীদারের ওয়াদা দিয়াছেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও নামায পড়ার ও কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হয় নাই। অথচ প্রিয়তমের সাক্ষাতের সহিত নহর লাভের কোন তুলনাই হয় না। যেখানে এক ছোট পুরস্কারের জন্য নামায পড়ার ও কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেখানে বৃহত্তর পুরস্কার লাভের জন্য অধিকতর জোরদারভাবে নামায ও কুরবানীর আদেশ দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু যেহেতু তাহা করা হয় নাই, তজ্জন্য ইহা বুঝা গেল যে কওসার শব্দের নহর অর্থের সহিত فصل لربك وانحر আয়াতের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যদি বলা হয় যে "তোমাকে মহা কল্যাণ দেওয়া হইবে, তাহা হইলে বাকী সুরার সহিত এই আয়াতের সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে নজরে প্রতিভাত হয়। কারণ যখনই আল্লাহ্তায়ালা কাহাকেও তাঁহার নেমতরাজি হইতে অংশ দেন, তখন বহু হিংসুক সৃষ্টি হইয়া যায় এবং হাজার হাজার আলেম দাবী করিয়া বসে, "আমরা মহা বিদ্যান, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার, জামে মসজিদের ইমাম।" অথচ এমন ব্যক্তি যাহার নাম পর্যন্ত কেহ শুনে না, তিনি আসিয়া দাবী পেশ করিয়া দেন, "আল্লাহ্তায়ালা আমাকে মামুর করিয়া পাঠাইয়াছেন, এস তোমরা সকলে আমার হাতে বেয়াত কর।" ইহা শুনিয়া তাহাদের গায়ে আগুন লাগিয়া যায়। তাহারা বলিয়া উঠে, "তাহার কি মর্যাদা আছে? আমরা কেন তাহার হস্তে বেয়াত করিব?" মোট কথা, নবুওতের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার মানুষের মনে হিংসার সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহারই উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্-তায়ালা

তাঁহার রসুলকে বলিয়া থাকেন, "তোমাকে যে সকল নেমত দেওয়া হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে দেওয়া হইবে উহা দেখিয়া মানুষ হিংসা করে এবং মোখলেফাত করে। অতএব ঐ সকল মোখলেফাতকে প্রত্যক্ষ জানিয়া এখন হইতে দোওয়া করিতে থাক, নামায পড়িতে থাক এবং কুরবানী করিতে থাক. যাহাতে ঐ সকল বিপদাবলী টলিয়া যায় এবং আপদ মিটিয়া যায়।" তদনুযায়ী আমরা দেখিতে পাই, কুরকান করীমের নযুলের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল এবং ইহার মোকাবেলায় মুসলমানগণের দোওয়া এবং কুরবানীর জোর বাড়িতে লাগিল। এবং ইসলামের প্রচারের জন্য তাহারা এভাবে মাল ও জানের কুরবানী করিতে লাগিল যে দুনিয়ায় কোথাও ইহার নজীর মিলে না। একদা লোকেরা সাহাবা রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যামানায় সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বাহাদুর কে ছিলেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পার্শ্বদেশে দাঁড়াইত, তাহাকে সর্বাপেক্ষা বাহাদুর মনে করা হইত।' ইহার অর্থ একজন যোদ্ধা বুঝিবে, সধারণ ব্যক্তি বুঝাবে না। যিনি দেশ ও জাতির প্রাণস্বরূপ, দুশমন জানে যে তাহাকে মারিয়া ফেলিলে সব ঝগড়ার মীমাংসা হইয়া যাইবে। সুতরাং যে তাঁহার পার্শ্বে দেহরক্ষী খাড়া হইবে, দুশমন সমস্ত শক্তি নিয়োগে তাহার প্রতি আক্রমণ চালাইবে। সুতরাং এইরূপ স্থানে সর্বাপেক্ষা সাহসী ব্যক্তি ছাড়া অন্যে খাড়া হইতে পারিবে না। অতঃপর সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, "অধিকাংশ সময়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পার্শ্বে খাড়া হইতেন। আমরা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা সাহসী মনে করিতাম।"

মুইরের ন্যায় দুশমন লিখিয়াছে যে আহযাবের যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ সংখ্যায় খুব অল্প ছিল এবং দুশমনগণের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে মুসলমানগণ তাহাদের সহিত যে কিভাবে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা বোধগম্য হইতেছিল না। দুশমনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং তাহারা মুসলমানগণকে অবিরাম আক্রমণ করিয়া যাইতেছিল দুশমনগণের নূতন নূতন দল পালা করিয়া সারা সারা দিন ২৪ ঘণ্টা নব নব উদ্যমে মুসলমানগণকে হামলা করিয়া যাইতেছিল, যাহাতে তাহাদিগকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করিয়া পদানত করা যাইতে পারে। সে সময়ে মুসলমান লস্করের সংখ্যা ছিল ১২০০। তন্মধ্যে ৫০০ জন মহিলাদের মধ্যে হেফাজতের জন্য নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধরত মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল ৭০০ এবং দুশমনগণের সংখ্যা ছিল পনর হাজার। দুশমনগণ ৫ অংশে বিভক্ত হইলে প্রত্যেক দলে তিন হাজার করিয়া যোদ্ধা ছিল। এই ভাবে ৩ হাজারের এক এক দল নূতন নূতন উদ্যমে সারা দিন রাত ৫ ঘণ্টা করিয়া মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিল কিন্তু মুসলমানগণের সংখ্যা এত কম ছিল যে তাহারা তাহাদের সংখ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবারও সুযোগ ছিল না। যুদ্ধের ফ্রন্ট এক মাইল লম্বা ছিল। ফলে যেখানে দুশমনের এক এক দল দিনে ৫ ঘণ্টা করিয়া লড়িতেছিল, সেখানে মুসলমান লস্করকে বিনা বিশ্রামে ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টা লড়িতে হইতেছিল। ফলে তাহারা বিশ্রাম করিবার সময় পাইতেছিল না। স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) উপর্যুপরি কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার অবকাশ পান নাই। কয়েকদিন

এই অর্ধরাত্রি জাগরণের পর আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার নিকট অবস্থিত এক স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি কয়েকদিন শয়ন করি নাই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এখন আমার কিছু সময় আরাম করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কিন্তু দুশমনগণ চারিদিক হইতে আক্রমন করিতেছে। সাবধানতার প্রয়োজন। যদি তাঁবুর পাহারার জন্য একজন লোক পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি কিছুক্ষণের জন্য শয়ন করিতাম।" এমন সময়ে বাহিরে অস্ত্রের ঝন ঝনার শব্দ আসিল। আঁ-হযরত (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" এক আনসার সাহাবী (রাঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল। আমি দেখিলাম, আপনি উপর্যুপরি অনেক দিন শয়ন করেন নাই, এখন যুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত থাকিবে, তাই আমি তবুর পাহারা দিতে আসিলাম যাহাতে আপনি কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া লইতে পারেন।" এ সকল কত বড় আত্ম-ত্যাগ ও কুরবাণী ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) উপর্যুপরি কিছুদিন যাবৎ জাগরণে কাটাইয়া দেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও শয়ন করেন নাই এবং যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখন এক সাহাবী (রাঃ) যিনি তাঁহারই ন্যায় বিনা বিশ্রামে জাগিতেছিলেন আসিয়া বলিলেন, "আমি পাহারা দিই, আপনি শয়ন করুন।" এই আত্ম-ত্যাগ ও কুরবাণী করার নির্দেশই আল্লাহ্তায়ালা فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ আয়াতের মধ্যে দিয়াছিলেন। "তুমি দোওয়া কর এবং বড় বড় কুরবাণী কর। তোমার শত্রু বিরুদ্ধাচরণ হইবে। যদি তুমি দোওয়া করিয়া যাও এবং বড় বড় কুরবাণী পেশ করিতে থাক, তাহা হইলে তোমার কল্যাণ আকর্ষণী মহান কার্যাবলী দুশমনগণকে অভিভূত ও পরাভূত করিয়া দিবে।" বস্তুতঃ এই রূপই ঘটিয়াছিল। আঁ-হযরত সাঃ-এর দোওয়া ও কুরবাণীর ফলে কওসার কায়েম হইয়া গেল এবং দুশমনগণের বিরুদ্ধ চরণের অবসান হইয়া গেল হযরত রসুল করীম (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে শেষযুগে ইসলামের বিরুদ্ধে অনুরূপ ভীষণ বিরুদ্ধাচরণের সংবাদ পাইয়া, বহু দোওয়া করেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্যে বলেন যে তাহার আগমন শুনিয়া যেন মুসলমানগণ বরফের পাহাড়ের উপর দিয়া হামাগুড় দিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছে এবং তাঁহার সালাম পৌঁছায়। সালাম শব্দের অর্থ শান্তির দোওয়া। সালাম পৌঁছানোর আদেশের অর্থ হইল যে আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার জন্য এবং তাঁহার নির্ধারিত কাজের সফলতার জন্য দোওয়া করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এতদ্বারা তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়াছেন যে তিনি যেন বিরুদ্ধাচরণকে ভয় না করেন এবং প্রশান্ত মনে কাজ করিয়া যান।

শেষ অর্থের দিক দিয়া এই আয়াতের অর্থ হইল, "হে আমার রসুল। আল্লাহতায়ালা তোমাকে এক রুহানী পুত্র দান করিবেন, যে বহু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। সুতরাং মানুষ যেমন দৈহিক পুত্রের জন্ম উপলক্ষে খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং পশু কুরবাণী করে, তদ্রূপ প্রতিশ্রুত মহান পুত্রের জন্ম উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়লার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বড় বড় কুরবাণী পেশ কর। আল্লাহতায়ালা তাহার দ্বারা তোমার নাম কায়েম রাখিবেন।"

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৫৬। পানাহারের নীতি এবং মেহমান নিওয়াযি (অতিথ সেবা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩০০। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, হযরত আবু তাল্হা (রাযিঃ) তাঁহার বিবি উম্মে সলিমকে বলিলেন : 'আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুর্বল স্বর হইতে অনুমান করিয়াছি যে, তিনি (সাঃ) কয়ক ওয়াক্ত যাবত উপাস। খুবই ক্ষুধা। খাবার কিছু আছে কি'? আবু তালহার (রাঃ। বিবি বলিলেন : 'যবের কিছু রুটী আছে'। তিনি রুটিগুলি লইলেন এবং তাঁহার উড়নির একাংশে জড়াইয়া আমার কাপড়ের নীচে লোকাইয়া দিলেন এবং এই কাপড়ের অন্য অংশ আমার উপরে দিয়া বলিলেন : 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে লইয়া যাও'। 'আমি পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, হুজুর (সাঃ) মসজিদে বসা আছেন এবং তাঁহার (সাঃ) কাছে কিছু লোক আছেন। আমি পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলাম। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন : 'তোমাকে আবু তালহা পাঠাইয়াছে কি' ? আমি বলিলাম : 'জি'। তিনি ফরমাইলেন, : 'খাবার আনিয়াছ কি'? আমি বলিলাম : 'জি। তিনি কিছু খাবার পাঠাইয়াছেন'। ইহাতে তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'উঠো, আবু তাল্হার গৃহে যাই'। তিনি সাঃ ও সাথের লোকগণ চলিলেন। আমি কিছু আগিয়া চলিয়া গেলাম এবং আবু তাল্হাকে অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করিলাম'। আবু তাল্হা উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং তাঁহার বিবিকে বলিলেন, 'হুযুর অনেক লোক সঙ্গে নিয়া আসিতেছেন। এবং আমাদের নিকট এত নাই যে, সকলকেই খাওয়াইতে পারি। আবু তাল্হার বিবি উত্তরে বলিলেন : 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল (সাঃ) অনেক ভাল জানেন'। আবু তাল্হা তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন এবং পথেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। হুযুর (সাঃ) আবু তাল্হার সঙ্গে গৃহ প্রবেশ করিলেন এবং ফরমাইলেন : 'উম্মে সালিম, তোমার নিকট খাবার যাহা আছে, আমার নিকট আন'। তিনি রুটিগুলি উপস্থিত করিলেন। হুযুর (সাঃ) আদেশ করিলেন : 'রুটী ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করা হউক'। তারপর, কুপ্পি হইতে ঘি টুকরাগুলির উপর ঢালিলেন। ঝুর তৈরী করিলেন এবং খাদ্য বরকতপূর্ণ হওয়ার জন্য দোওয়া করিলেন। অতপর ফরমাইলেন ; দশ জনকে ভিতরে ডাকিয়া আন।' তাহারা আসিল এবং তৃপ্ত হইয়া খাইল। তারপর, তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'আরো দশ জন ভিতরে ডাকিয়া আন'। তাহারা আসিল এবং পরিতৃপ্ত হইয়া খাইল। আবার তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'আরো দশ জনকে আন'। আমি 'আরো দশজনকে ভিতরে আসিতে দিলাম। তাহারাও পেট ভরিয়া আহার করিল।

তারপর তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'আরো দশ জন ডাকিয়া আন'। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সব লোক খুব পরিতুষ্ট হইয়া আহার করিল। প্রায় সত্তর আশি জন।"

('বুখারী,' 'কেতাবুল মুনাকেব, বাবু আলামাতুন্ নাবুওয়াত ফিল্ ইসলাম' ১ : ৫০৩ পৃ; 'মুসলিম', ১-২ : ২৯৫ পৃ;)

৩০১। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন : "এক দিন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গৃহ হইতে বাহিরে তশরীফ আনিলেন। তিনি (সাঃ) আবু বকর (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-কে দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন : এখন আপনারা কেন বাহির হইয়াছেন? তাঁহারা নিবেদন করিলেন : 'আল্লাহ্র রসুল! ক্ষুধায় বাধ্য হইয়া বাহির হইয়াছি'। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন : 'সেই খোদার কসম, যাঁহার হাতে আমর প্রাণ। আমিও এই কারণেই বাহির হইয়াছি।' তাঁহারা দুই জনই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এক আনসারির গৃহে পৌঁছিলেন। জানা গেল যে, তিনি গৃহে নাই। কিন্তু যেই সেই আনসারির স্ত্রী তাঁহাকে (সাঃ) দেখিলেন, অভ্যর্থনা জানাইলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'গৃহপতি কোথায়'? তিনি বলিলেন : 'তিনি পানি আনিতে গিয়াছেন'। যখন আনসারি আসিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সাথীগণকে দেখিলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। 'আল্-হাম্দু-লিল্লাহ্' পড়িতে পড়িতে তিনি বলিলেন : 'আজ আমি সেই মহাভাগ্যমান, যাহার ঘরে এমন সম্মানিত ও পূর্ণাশীষ মুবারক মেহমান আসিয়াছেন'। তিনি বাহিরে গিয়া খেজুর এক ছড়া পাড়িয়া আনিলেন। উহাতে কতক ছিল অর্ধ পক্ক, কতক কাঁচা এবং কতক খুবই পাকা খেজুর। নিবেদন করিলেন : 'হুজুর' এই খেজুরগুলি খাউন' এবং ছুরি নিয়া গিয়া পশু জবাই করিতে লাগিলেন। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'দুধ-দায়িকা ছাগী জবাই করিবে না'। হুযুরের (সাঃ) ফরমান অনুযায়ী তাঁহা দর জন্য ছাগী জবাই করিলেন। পাক হইলে পর মেহমানগণ ছাগ-মাংস ভোজন করিলেন। খেজুর খাইলেন এবং সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি পান করিলেন। যখন সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন হুযুর (সাঃ) আবু বকর (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-কে ফরমাইলেন : 'সেই সত্তার কসম, যাঁহার শক্তিমান হস্তে আমার প্রাণ! আপনাদিগকে এই সব নেয়ামৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আপনারা গৃহ হইতে ভূখা বাহির হইয়া ছিলেন এবং এই সব নেয়ামৎ খাইয়া ফিরিতেছেন। এই যে আল্লাহ্-তায়ালার কত বড় ইহ্সান,—কত বড় 'অনুগ্রহ'।

('মুস্লিম', কেতাবুল আশরেবাহ, বাবু জেওয়াযু ইমতেনায়াহু গাইরাহু ইলা দারে, মাঁই ইয়াত্তাকে বি-রিজাহু বি-জালেক, ১-২ : ২৯৩ পৃ:) (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস্ সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

প্রকৃত মা'য়ারফত ও ইস্তেগ্‌ফার, ইসমত ও শাফায়াত

(واستغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات (سورة محمد ٢٠ آيت)

অর্থাৎ "খোদার নিকট আবেদন কর যে, তোমার প্রকৃতিজ দৌর্বল্য হইতে নিরাপদ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তোমার প্রকৃতিকে এরূপ শক্তিশালী করেন যে, সেই দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। সেইরূপ, ঐ পুরুষ ও নারীদের জন্যও যাহারা তোমার উপর ইমান আনে, 'শাফা'য়াত' (সুপারিশ -রূপে দোওয়া করিতে থাক যে, স্বাভাবিক সুলভ দুর্বলতা বশতঃ যে সকল 'খাতা', কসুর বা ত্রুটী হয়, ঐগুলির সাজা হইতে তাহারা নিরাপদ ('মাহফুজ') থাকে এবং তাহাদের ভবিষ্যত জীবন তাহাদের গুণাহ্ হইতেও নিরাপদ হয়—সুরক্ষিত ও 'মাহফুজ' হইয়া পড়ে। এই আয়াত নিষ্পাপ সুপারিশকারী হওয়ার ['মাসুমিয়াত ও শাফাআতের] উচ্চ মার্গের দর্শন সংযুক্ত। এবং ইহা একথার প্রতি ইশেরা ও আঙ্গুলী সংকেতে জানাইতেছে যে, মানুষ উচ্চ শ্রেণীর 'ইস্‌মতের মোকামে এবং শাফাআতের মর্তবায়' তখন পৌঁছিতে পারে, যখন তাহার স্বীয় দুর্বলতা বোধ এবং অন্যদেরকে গুণাহ্—তথা পাপ-বিষ হইতে নাজাত (মুক্তি) দোওয়ার জন্য হর-দম, অনুক্ষণ দোওয়া করিতে থাকে এবং আকুলতা সহ খোদা-তায়ালার শক্তিকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে এবং চাহে যে, এই শক্তি হইতে অন্যেরাও অংশ পায়, যাহারা ঈমান বলে তাহার সহিত সংযুক্ত হয়।"

(উর্দু রিভিয়ু অব রিলিজয়ান্‌স প্রথম বর্ষ, ১৯২ পৃঃ)

"যেহেতু তাঁহাদের (অর্থাৎ, নবীগণের) তত্ত্ব-জ্ঞান, 'মারেফাত' অনেক উচ্চ অনেক অগ্রগামী এবং তাহারা যেহেতু আল্লাহ্-তায়ালার 'আজমত ও জবরূত তাঁহাকে মহাত্মা ও শক্তির সর্ব-ব্যাপক সর্ব-আবেষ্টক মোকামের সহিত পরিচিত, এজন্য 'নেহাত ইন্‌কেসার-আজযী' ও চরম নতী প্রকাশ করেন। নাদান, অজ্ঞান ও অনভিজ্ঞগণ যাহারা এহেন মার্গের বা মোকামের সম্পর্কে 'বেখবর', —তাহারা কোনও সংবাদ রাখে না বলিয়া—ইহা নিয়া বিতর্ক উপস্থিত করে। অথচ এই মিনতি ও নতি ইহা পরম অভিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট কামাল মারেফাতের পরিচায়ক। আঁ হযরত (সাঃ)-এর জন্য যখন আল্লাহ্-তায়ালার সাহয্য ও পূর্ণ বিজয় লাভ সংক্রান্ত 'সুরা নসর—ইজা জাআ অবতীর্ণ হইল উহাতে স্পষ্টতঃ বলা হইল যে, তুমি 'তাওবা ইস্তেগফার" করিবে। ইহার অর্থ কি? ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে, তবলীগের ঐশী বাণী প্রচারের) যে মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য তোমার উপর সপোর্দ ছিল—ইহার অর্থাৎ তবলীগের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহের ত পূর্ণাপুরি জ্ঞান আল্লাহ্-তায়ালারই আছে। এজন্য যদি ইহাতে কোনো কমি (অসম্পূর্ণতা) থাকিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্-তায়ালা তাহা যেন ক্ষমা করেন। এই 'এস্তেগ্‌ফার' (আল্লাহ্‌র নিকট শক্তি-ভিক্ষা ও ক্ষমা প্রার্থনা) ত নবীগণের—বরং অন্যান্য সাধুগণের সত্য নিষ্ঠ 'রাস্তবাজগণের' জীবন-সঞ্জীবনী ও পরম প্রিয় সামগ্রী।"

('মলফুজাত', ৭ম খণ্ড, ৪০৪-৫ পৃঃ)

প্রকৃত শোকর কি?

"আশ্চার্য হইবার নয়, সহস্র সহস্র বার শোকরের কথা। ইমান ও 'একীন' বৃদ্ধির এই সুযোগ ও সময়। খোদা-তায়ালা তাঁহার অপরিসীম অনুগ্রহ কৃপায় ও তঁহার ফজল-করম বশতঃ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর ভবিষাদ্বাণীতে এক মিনিটও ব্যতিক্রম হওয়ার দেন নাই এবং শুধু সেই ভবিষ্যদ্বাণীই সফল করিয়া দেখান নাই, বরং ভবিষ্যতের জন্যও সহস্র সহস্র ভবিষদ্বাণী ও অলৌকিতার দরোজা খুলিয়াছেন। যদি তোমরা ইমানদার হইয়া থাক, তবে শোকর কর। শোকরের সেজদায় প্রণত হও। এজন্য যে এই যুগ, এই জামানার অপেক্ষা করিতে করিতে থকিয়া তোমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষেরা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, বুজুর্গগণ প্রস্থান করিয়াছেন এবং অসংখ্য আত্মা, বেশুমার রূহ ইহার অপেক্ষায় থাকিয়া অতুল আগ্রহ পোষণের মধ্যে শেষ যাত্রা করিয়াছেন। তোমরা সেই সময়, সেই যুগ লাভ করিয়াছ। ('ফাতেহ ইসলাম')।

'তোমাদের প্রকৃত শোকর —'তাকওয়া ও তাহারত' বটে 'মুসলমান'! হাঁ-না জিজ্ঞাসায় 'আল্-হাম্দু-লিল্লাহ্' বলা প্রকৃত শোকর নয়। যদি তোমরা প্রকৃত শোকর ও গোজারী, 'তাহারাত ও তাকওয়া" অর্থাৎ পবিত্রতা ও ধর্মপরায়ণতার পথ অবলম্বন 'এখতিয়ার' কর, তবে আমি তোমাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, তোমরা 'সরহদ, সীমান্তে' দাঁড়াইবা। কেহ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না।" (১৮৯৭ই সনের 'সালানা জলসার রিপোর্ট'। ('মলফুজাত', প্রথম জেল্দ, ৭৮ পৃঃ)

শালাত ও দোওয়ার পার্থক্য ঃ

"একবার আমি চিন্তা করিলাম যে, 'সালাত' এবং দোওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? হাদিস শরীফে আসিয়াছে, 'আস সালাতু হিয়াদ-দোওয়া,' "আসলালাতু মুখখুল ইবাদাত" অর্থাৎ, নামাজই দোয়া,, 'নামাজ ইবাদতের সার'। যখন মানুষের দোওয়া শুধু পার্থিব বিষয়ে হয়, তখন ইহা 'সালাত' নহে। কিন্তু যখন মানুষ খোদা পাইতে চায় এবং তাঁহার 'রিজা'—সন্তুষ্টি তাহার লক্ষ্য হয় এবং 'আদব ইন্কেসার', নতি ও নেহাৎ বিলীন তন্ময় চিত্ত হইয়া আল্লাহ্-তায়ালায় হুযুরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সন্তুষ্টি ভিক্ষা করে, তখন সে 'সালাতে' থাকে। দোওয়ার মূল হইল তাহা যদ্বারা খোদা এবং মানুষের মধ্যকার সম্বন্ধ ও যোগ বৃদ্ধি পায়। এই দোওয়া দ্বারাই আল্লাহ্-তায়ালা পাওয়া যায় এবং মানুষ অযৌক্তিক বিষয় হইতে অপসারিত হয়। আসল জিনিষ এই যে, মানুষ আল্লাহ্-তায়ালার সন্তুষ্টি —'রিজা ইলাহী লাভ করে। অতঃপর, অনুমতি আছে, মানুষ তাহার পার্থিব প্রয়োজনগুলির জন্যও দোওয়া করে এই অনুমতি কারণ পার্থিব মুশকিল বা জটিলতা কোনো সময় ধর্মীয়—দ্বীনি বিষয়ে বাধা ঘটায়। বিশেষতঃ দোষ-যুক্ত কুটিল যুগে এইগুলি পদস্খলনের কারণ হয়। 'সালাত' শব্দ জ্বালাময়', অর্থ বুঝায়। যেমন আগুনে জ্বালা হয়, তেমনি বিগলন দোওয়ায় থাকা চাই। যখন এরূপ অবস্থায় পৌঁছা যায় যেন মৃত্যুর অবস্থা, তখন ইহার নাম 'সালাত'। ['মলফুজাত,' প্রথম জেল্দ, ৩৬৭-৬৮ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

শানে মুহাম্মাদ (সাঃ)

(হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে)

অত্যন্ত প্রশংসিত "মোহাম্মদ" (সাঃ -এর জন্য বিশেষরূপে একজন অত্যন্ত প্রশংসাকারী "আহমদ"-এর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল। তিনি হইলেন হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মওউদ (আঃ)—জামাত আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সারা জীবনের সাধনা ছিল মোহাম্মদ (সাঃ -এর প্রেম। তাঁহার রক্তে রক্তে নবী-প্রেম অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহারই প্রেমে ও অনুবর্তিতায় স্বীয় স্বত্তাকে বিলিন করিয়া তিনি তাঁহার দর্পনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

"উসি পর মাঁয় ফেদা হুঁ, উসি কা মাঁয় হুয়া হুঁ।
ওহ্ হ্যায়, মাঁয় চীজ কিয়া হুঁ, বস ফয়সালা এহী হ্যায়।।"
"লাখ হোঁ আম্বিয়া, মাগার বাখোদা।
সাব সে বড়্ কর্ মোকামে আহ্মদ হ্যায়।"
"বাগে আহ্মদ সে হামনে ফল খায়া।
মেরা বুস্তাঁ কাসামে আহ্মদ হ্যায়।।"
"বরতার গুমান ও ওহম সে আহ্মদ কি শান হ্যায়।
জিসকা গোলাম দেখ মসীহে জামান হ্যায়।।"
"শানে হক তেরে শামায়েল মেঁ নজর আতি হ্যায়।
তেরে পানে সে হি উস যাত কো পায়া হাম নে।।"
"তেরী উলফত সে হ্যায় মা'মুর মেরা হর যার্রা।
আপনে সীনে মেঁ ইয়ে এক শহর বাসায়া হাম নে।"
"আদমজাদ তো কিয়া চিজ, ফিরেশতে ভি তামাম।
মাদাহ্ মেঁ তেরী ওহ্ গাতে হ্যায় জো গায়া হাম নে।"

"কুল্লু বারাকাতিন মিন মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফা তাবারাকা মান আল্লামা ওয়া মান তায়াল্লামা।" ("সমস্ত কল্যাণ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতেই লব্ধ। সুতরাং শিক্ষাদানকারী যেমন কল্যাণময় তেমান শিক্ষা গ্রহণকারীও কল্যাণময়।") (এলহাম, হযরত মসীহ মওউদ আঃ, বারাহীনে আহ্মদীয়া ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮)

তাঁহার লিখনীর আঁচরে আঁচরে তাঁহার প্রবল নবী-প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার ৮৮ খানা গ্রন্থ ও অগণিত বক্তৃতা এবং অন্যান্য লেখা নবী (সাঃ) এর প্রেমের ঢেউয়ে উদ্বেল। নবী-প্রেমের এই অলৌকিক ও অদ্বিতীয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ

(আঃ) অগণিত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ অ':)-এর প্রকৃত শান ও অদ্বিতীয় মর্যদার সন্ধানও দিয়াছেন। তাঁহার সেই লিখা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতির অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

"আমি সদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এই আরবী নবী যাঁহার পবিত্র নাম মোহাম্মাদ (হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁহার উপর) তিনি কি উচ্চ মর্যদার নবী। তাঁহার সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নহে, এবং তাঁহার পবিত্র প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের কাজ নহে। *

---

* আশ্চার্যের বিষয় যে, দুনিয়া নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে কিন্তু এই কামেল নবীর কল্যাণ-প্রবাহের কিরণসমূহ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। যদি খোদার কালাম কুরআন শরীফ প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে একমাত্র এই নবীর সম্বন্ধেই আমরা বলিতে পারিতাম যে, তিনি এখনও স্বশরীরে আকাশে জীবিতাবস্থায় বিদ্যমান আছেন। কেননা আমরা তাঁহার জীবনের প্রকাশ্য চিহ্নাবলী বিদ্যমান পাইতেছি—তাঁহার দ্বীন জীবন্ত দ্বীন—তাঁহার অনুগামী সঞ্জীবিত হয় এবং তাঁহার মাধ্যমেই জিন্দা খোদাকে পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে ও তাঁহার ধর্মকে এবং তাঁহার প্রেমিকগণকে ভালবাসেন। স্মর্তব্য যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবিত এবং আসমানে সর্বোচ্চে তাঁহার মোকাম সর্বোচ্চে অবস্থিত। কিন্তু ইহা নশ্বর পার্থিব দেহ নহে বরং অন্য এক নূরানী (আলোকময়) দেহের সহিত, যাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী, তিনি তাঁহার সর্বশক্তিমান খোদার সান্নিধ্যে আসমানে অবস্থিত আছেন।

পরিতাপের বিষয়, সনাক্ত করার যে যথাযথ কর্তব্য ছিল সেইরূপে তাঁহার মর্যাদা ও মর্তাবাকে সনাক্ত করা হয় নাই। যে তৌহীদ জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছিল, একমাত্র সেই শক্তিধর মহাবীরই পুনরায় জগতে তাহা আনয়ন করেন। তিনি খোদাতায়ালার সহিত চরম ও পরম পর্যায়ে মহব্বত করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবজাতির সহানুভূতিতে তাঁহার আত্মা বিগলিত হয়। সেইজন্য খোদাতায়ালা যিনি তাঁহার অন্তরের গোপন রহস্য জানিতেন, তিনি তাঁহাকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্যে ও সকল আকাঙ্খায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছেন। সকল ফয়েজ ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই। এবং যে ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণদান ব্যতিরেকে কোনও মর্যাদা ও ফজিলত লাভের দাবী করে, সে মানুষ নহে বরং শয়তানের বংশধর। কেননা প্রত্যেক ফজিলত ও কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁহাকেই প্রদান করা হইয়াছে।"

(হাকিকাতুল ওহী, পৃঃ ১১৪)

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে পরিমাণ আখলাক (চারিত্রিক গুণাবলী) সপ্রমাণিত, তাহা অন্য কোন নবীর জীবনে প্রমাণিত নহে। কেননা আখলাক অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন চারিত্রিক গুণ নিরূপিত হইতে পারে না।... ... ... ইহা খোদাতায়ালার কত বড় ফজল ও অনুগ্রহের বিষয় যে তিনি সমস্ত প্রকারের মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। .... সেইজন্যই তিনি 'মোহাম্মদ' (অত্যন্ত প্রশংসিত) নামে চিহ্নিত ও গুণে গুণান্বিত হইলেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তাঁহার উপর অশেষ কৃপা ও শান্তি বর্ষিত করুন)। পৃথিবীর বুকে তিনি প্রশংসিত হইয়াছেন। তেমনিভাবে আকাশেও তিনি প্রশংসিত, এবং আসমানে মোহাম্মদ নামে চিহ্নিত। তাঁহার এই পবিত্র নামটি খোদাতায়ালা নমুনা স্বরূপ জগতকে দান করিয়াছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ সেই প্রকারের আখলাক (চারিত্রিক গুণাবলী) নিজের মধ্যে সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার কোন ফায়েদা হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মনুষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আখলাক ও কর্মবিধানকে স্বীয় পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে খোদাতায়ালার মহব্বত সে লাভ করিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহতায়ালা স্বয়ং বলেন :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালার প্রিয় ও মাহবুবে পরিণত হওয়ার জন্য জরুরী, রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর পদাঙ্কানুসরণ করা। ... .সত্যিকার মুমিন ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের উন্নতি ও ঈমানী মার্গসমূহের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা কেন্দ্র-বিন্দু ইহাই যে, সে যেন তাঁহার সত্যিকার অনুসারী হয় এবং তাঁহার সকল প্রকারের আখলাক অনুকরণ করে।"

(মলফুজাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬—৮৭)

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, হযরত খাতামাল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমগ্র উচ্চাঙ্গীণ মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলীর আধার, নবীগণের মধ্যে যাহা পৃথকরূপে বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : انك لعلى خلق عظيم "তুমি সমস্ত প্রকারের মহান (আযীম) চারিত্রিক গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত।" 'আযীম' শব্দের দ্বারা যে বিষয়ের প্রশংসা করা হয়, আরবী বাকধারায় সেই বিষয়ের চরমত্বকেই নির্দেশ করে। ... . উক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, যে পরিমাণ উচ্চাঙ্গীণ মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলী ও কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যরাজী মানবাত্মায় সন্নিবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর, সেই সম্ভাব্য যাবতীয় পূর্ণাঙ্গীণ আখলাক (চারিত্রিক ক্ষমতাসমূহ) মোহাম্মদীয় আত্মায় বিদ্যমান। পুনঃ এই প্রশংসা এতই উচ্চ পর্যায়ের যে উহার উর্ধে আর প্রশংসা হইতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ৫৮৩)

"মহামান্বিত আল্লাহ্ (জাল্লা শানুহু) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে "সাহেবে খাতাম" তথা 'মোহরধারী' হিসাবে নিরূপিত করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাকে কল্যাণ ও কামালিয়ত দান ও বিতরণের জন্য মোহর দিয়াছেন, যাহা অন্য কোন নবীকে কখনও দেওয়া হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার নাম 'খাতামান নবীয়ীন' সাব্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার পায়রবী ও অনুবর্তিতা নবুওতের কল্যাণ ও কামালাত প্রদান করে এবং তাঁহার আত্মিক দৃষ্টি ও তওজ্জো নবীর ছাঁচ নির্মাণকারী, এবং এই পবিত্রকরণ ও কল্যাণবিবরণ শক্তি অন্য কোনও নবী লাভ করিতে পারেন নাই।" (হাকিকাতুল ওহী, পৃঃ ৯৭)

"খোদাতায়ালা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন যে তাঁহার কেতাব কুরআন শরীফকে জীবন বিধান বা বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে স্বীকার করে এবং তাহার রসুল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রকৃতপক্ষে 'খাতমাল আম্বিয়া' বলিয়া মনে এবং নিজেকে তাঁহার ফয়েজ ও কল্যাণের মুখাপেক্ষী ও ভিখারী বলিয়া জানে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তি খোদাতায়ালার দরবারে প্রিয় হইয়া যায়। খোদার প্রেমের অর্থ এই যে তিনি তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তাহাকে স্বীয় 'সম্ভাষণ ও 'কোথাপকথন' দ্বারা সম্মানিত করেন এবং তাহার সমর্থনে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন।" (চশমায়ে মা'রেফত,)

"ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া (নবীদিগের মোহর)। তিনি সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপ যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনয় পৃথক নহে"

(কিশতিয়ে নুহ)

"আমাদের সৈয়দ ও মৌলা (নেতা ও প্রভু) সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ মার্গে, আসমানে যাহার উর্ধতর আর কোন মোকাম বা মর্যাদা নাই, অধিষ্ঠিত আছেন।

قد سدرة المنتهى بالرفيق الاعلى

("সিদরাতাল মুন্তাহার নিকট সর্বোচ্চ মহামান্বিত বন্ধুর নিকট)। এবং উম্মতের সালাম ও সালাত ক্রমাগত আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর সমীপে পৌঁছান হয়। আল্লাহু সাল্লে আলা সৈয়দনা মুহাম্মদেন আকসারা মিম্মা সাল্লাইতা আলা আহাদেম মিন আম্বিয়া ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম।"

(ইজালা আওহাম)

—মৌ. আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

—০০—

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

হযরত রসুল আকরাম (সাঃ)-এর পূর্ণতম আদর্শ অনুসরণ ও মোকামে শেফায়াতের ব্যাখ্যা

রাবওয়া, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং—আজ জামে মসজিদ আকসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জুমার নামায পড়ান। জুমার খোৎবায় হুজুর (আইঃ) রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কামেল উসওয়া হাসানা (পূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শ) এবং তাঁহার মোকামে-শেফায়াতের উপর আলোকপাত করিয়া আহ্‌বাবে জামাতকে তাঁহার (সাঃ) পদাঙ্কানুসরণের উপদেশ দান করেন।

হুজুর বলেন, কুরআন করীম হইতে জানা যায় যে, স্বীয় রাব্বে-করীম—আল্লাহতায়ালার মা'রেফত ও তত্বজ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহতায়ালাই যথেষ্ট হইয়া থাকেন। তাহার জন্য জরুরী, সে যেন তাহার ক্ষমতার পরিধি অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার সিফাত বা গুণাবলীর মাযহার বা বিকাশস্থলে পরিণত হওয়ার প্রয়াস পায়। কিন্তু এলাহী সিফাতের মাযহার হওয়ার জন্য মানুষ কোন এক নমুনা (Model)-এর মুখাপেক্ষী। সেই নমুনা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর কামেল উসওয়া হাসানা তথা পূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং আল্লাহতায়ালার মা'রেফত এবং তাঁহার উপর তাওয়াক্কল (নির্ভরতা)-এর সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় জরুরী বিষয় আমাদের জন্য এই যে, আমরা যেন রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জন্য সকল দিক হইতে সর্বস্তরে পূর্ণ ও কামেল উসওয়া হাসানা রূপে জানি এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করি, এমনিধারায় আল্লাহতায়ালার মা'রেফত এবং তাঁহার প্রীতি অর্জন করিতে পারি।

হুজুর (আইঃ) এই প্রসঙ্গে রসুল আকরাম (সাঃ আঃ) এর মোকামে-শেফায়তের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) উক্ত বিষয়টি অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একদিকে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আল্লাহতায়ালার সহিত কামেল সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহার যাবতীয় সিফাতের পূর্ণতম বিকাশস্থলে পরিণত হন এবং অন্যদিকে তাঁহার অন্তরে মানবজাতির সহানুভূতি ও প্রেমের যে পূর্ণতম আবেগ ও স্পৃহা উদ্বেল ছিল উহার ফলশ্রুতিতে তিনি আমাদের জন্য প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথসমূহ কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য উন্মোচিত করেন। অন্য কথায়,

একদিকে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত পূর্ণ ও পরিণত সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তাঁহার সার্বিক ও সমাগ্রিক ফয়েয ও কল্যাণ লাভ করেন এবং অন্যদিকে সেই সকল ফয়েয ও কল্যাণকে তিনি মানবজাতির নিকট পৌঁছাইয়া দেন এবং এমনি ধারায় শেফায়াতের মার্গে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি এরূপ পূর্ণ ও সার্বিক সুন্দর আদর্শ (উসওয়া হাসানা) পেশ করেন যে এখন কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন জামানা আসিতে পারে না যখন তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ ব্যতিরেকে কেহ কোনও বরকত ও কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়।

হুজুর বলেন, জামাত আহ্‌মদীয়ার সদস্য বৃন্দের জন্য রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর অন্য কাহারও আদর্শ ও নমুনার প্রয়োজন নাই। আমাদের জন্য আমাদের খোদা এবং তারপর আমাদের রসুল তথা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই যথেষ্ট। আমাদের জন্য আর কাহারও প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক আহ্‌মদীর কর্তব্য, সে যেন সর্বক্ষণ এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে যে, খোদা না করুন, সে কখনও এমন পথে পা বাড়ায় যে পথে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, এবং সে যেন সদা-সর্বদা তাঁহারই পূর্ণতম আদর্শ ও উসওয়া হাসানাকে অবলম্বন করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তওফিক দিন। আমীন।

('আল-ফজল, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী

—০—

৮৮ বৎসর পূর্বের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

১৮৯১ইং—"এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে খোদাতায়ালা আরবী আক্ষরিক সংখ্যায় আমাকে সংবাদ দান করিলেন। উহার বৃত্তান্ত নিম্নরূপ : يموت كلب على كلب

অর্থাৎ, সে কুকুর তুল্য, এবং কুকুরের (ك-ل-ب শব্দের) সংখ্যার উপরে মৃত্যুবরণ করিবে, যাহা বায়ান্ন (৫২) বৎসর নির্দেশ করিতেছে অর্থাৎ তাহার আয়ুষ্কাল বায়ান্ন বৎসর অতিক্রম করিবে না। যখন সে বায়ান্ন বৎসরে পদার্পণ করিবে তখন সেই বৎসরের মধ্যেই পরলোক যাত্রী হইবে।" ("ইযালা আওহাম," পৃঃ ১৮৬—১৮৭ এবং তাযকেরা, পৃঃ ১৮০)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

একলক্ষ সত্তর হাজার গণসমাবেশে

জামাত আহমদীয়ার পবিত্র আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসার দ্বিতীয় দিবস

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ)-এর 'রূহ্ পরওর' ভাষণ

ইসলামের প্রধান্য বিস্তারের জন্য জামাত আহমদীয়ার কর্মপ্রচেষ্টা এবং আল্লাহ-তায়ালার অসাধারণ সাহায্য ও সমর্থনে লব্ধ তৃপ্তিকর সুফল ও চিহ্নাবলীর ঈমান উদ্দীপক বিবরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাবওয়া, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ ইং—আজ আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে জামাত আহমদীয়ার ৮৬তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবস ছিল। আজকের দ্বিতীয় অধিবেশন (যাহা বাদ নামাজ জোহর ও আসর পৌনে ২ ঘটিকায় আরম্ভ হয়) সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এক অতীব সারগর্ভ ও রূহ্পরওর ভাষণ দান করেন। উহাতে হুজুর বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার প্রসঙ্গে বিগত বৎসরে জামাত আহমদীয়ার কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ পূর্বক আল্লাহতায়ালার সেই সকল অসাধারণ ফজল ও কৃপার কথা বর্ণনা করেন যাহা আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহক্রমে জামাতের উপর বর্ষিত করেন এবং যাহার ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অতি আনন্দদায়ক প্রভাব ও চিহ্নাবলী প্রতিফলিত হয়। নতুন মসজিদসমূহ নির্মিত হয়, কুরআন করীম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়, জামাতী লিটারেচার ও পত্র-পত্রিকায় মূল্যবান সমৃদ্ধি সাধিত হয়, এবং বহু সংখ্যক সদচেতা ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হুজুর (আইঃ) তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ বিষয়ে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের ব্যাপক প্রভাব ও সুফলের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা খৃষ্টজগতকে সমূলে আলোড়িত করিয়াছে। পরিশেষে হুজুর ঘোষণা করেন যে, জামাত আহ্মদীয়ার সদস্যগণ চলতি চান্দ্র হিজরী শতাব্দীর শেষ তিন মাস আল্লাহতায়ালার হামদ ও প্রশংসা কীর্তনে অতিবাহিত করিবেন এবং নিজেদের জীবনকে ইসলামী তালিম ও শিক্ষানুযায়ী এরূপে কাটাইবার চেষ্টা করিবে যাহার ফলে আল্লাহতায়ালা যেন তাহাদের এখলাস ভরা হামদ, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাকে কবুল করেন।

বহির্দেশীয় জামাতসমূহের প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা ঃ

প্রথম দিবসে অনুষ্ঠিত দুইটি অধিবেশনের ন্যায় আজকের সকালের অধিবেশনেও নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী জামাতের বিভিন্ন উলামার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাসমূহ ব্যতীত সিঙ্গাপুর, ঘানা ও ইন্দোনেশিয়ার আহ্‌মদী জামাত সমূহের প্রতিনিধিগণও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তাঁহারা তাঁহাদের জামাতের পক্ষ হইতে আহ্‌বাবে-জামাতকে "আস-সালামু আলাইকুম"-এর অমূল্য তোহফা পেশ করেন, স্ব স্ব জামাতের ইসলাম প্রচার প্রসঙ্গে তাহাদের কর্ম প্রচেষ্টাসমূহ বর্ণনা করেন এবং ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের সহিত তাঁহাদের অকৃত্রীম ও গভীর এখলাস ও মহব্বত অভিব্যক্ত করিয়া তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর আদায় করেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে এই পবিত্র কল্যাণকর জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, জলসার প্রথম দিবস ২৬শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উভয় অধিবেশনে পঃ জার্মানী, নাইজেরীয়া ও মরিশাসের প্রতিনিধিগণ অনুরূপ ভাব প্রকাশ পূর্বক ঈমান-উদ্দীপক বক্তৃতা প্রদান করেন। পঃ জার্মানীর নওমুসলিম আহ্‌মদী ভ্রাতা হেদেয়তুল্লাহ হাবশ ইংরেজী ভাষায় উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ স্বরচিত একটি কবিতা সুললিত কণ্ঠে পাঠ করেন। উল্লেখ যোগ্য যে, এই দিন রাত্রে বিশ্বে ৬০টি ভাষায় বক্তৃতাদানের উদ্যোগে বাংলাভাষায়ও বক্তৃতা করা হয় এবং উহার অনুবাদ উর্দু ভাষায় করা হয়। (ইহার সুযোগ এই অধমের ঘটিয়াছিল, আল-হামদুলিল্লাহ।)

দ্বিতীয় দিবসে হুজুর (আইঃ)-এর ভাষণ ঃ

হুজুর (আইঃ) ২-৫০ মিনিটে তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের সহিত তাঁহার সারগর্ভ ভাষণ আরম্ভ করেন, যাহা পৌণে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। উক্ত ভাষণে হুজুর সর্ব প্রথম সেই পার্থিব সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন যাহা সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্র রাবওয়ায় বসবাসকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য অভাবীগণকে গম এবং নগদ টাকা রূপে দেওয়া হয়। হুজুর বলেন, কুরআন করীম আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি দান করিয়াছেন উহাদের পূর্ণ পরিপোষণ ও বিকাশের জন্য যে সব উপায় ও উপকরণের প্রয়োজন সেইগুলি কার্যকররূপে অবলম্বন করা উচিত। সুতরাং পার্থিব অভাব ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেলসেলার কেন্দ্র বসবাসকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা সমূহে কার্যরত ব্যক্তিবৃন্দ ক আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করি। সুতরাং প্রতি বৎসরে প্রয়োজনীয় গমের অনুমান ধরিয়া আমরা সেই প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্ধেক বিনা মূল্যে কর্মচারীদিগকে সরবরাহ করি এবং বাকী অর্ধেকের জন্য তাহাদিগকে সুবিধাজনকভাবে ঋণ দান করি। এতদ্ব্যতীত, শীতকালের প্রয়োজন মিটানোর জন্য মাথা পিছু ৭৫ টাকা এককালীনও দেওয়া হয়। তথাপি আমরা অনুভব

করি যে, জিনিস-পত্রের ক্রমবর্ধমান উর্ধমূল্যের এ যুগে উক্ত সাহায্য অতি অপর্যাপ্ত। যাহা হউক, আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী শুধু সেলসেলার কর্মচারী বৃন্দকেই নয় বরং অন্যান্য সকল উপযুক্ত অভাবী ব্যক্তিদিগকেও সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দানের চেষ্টা করি।

অতঃপর হুজুর জামাতের পত্র-পত্রিকা ক্রয় করার বিষয়ে তাহরীক করেন এবং এই প্রসঙ্গে দৈনিক 'আল-ফজল', মাসিক 'খালিদ', 'তাশহীজুল আযহান', 'আনসারুল্লাহ' এবং মুকাররম জনাব সাকেব সাহেবের ব্যক্তিগত পত্রিকা সাপ্তাহিক 'লাহোর'-এর কথা উল্লেখ করেন। তারপর হুজুর বিগত বৎসরকাল জামাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকার কথা উল্লেখ করিয়া ঐ সব ক্রয় করার জন্য আহ্বান জানান। বহির্দেশীয় জামাত সমূহের পক্ষ হইতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলীর কথাও উল্লেখ করেন। অতঃপর নুতন মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে বলেন যে এই বৎসর ঘানা, ইণ্ডোনেশিয়া, পুঃ আফ্রিকা এবং ফিজিতে যে সকল মসজিদ নির্মিত হইয়াছে, সেগুলির সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। এগুলির মধ্যে ১৫টি মসজিদ শুধু ঘানাতেই নব নির্মিত হইয়াছে। সুতরাং এ পর্যন্ত ঘানায় আহ্‌মদীয়া মসজিদসমূহের সংখ্যা দুইশতে পৌঁছিয়াছে। সিয়েরালিওন এবং শ্রীলংকায়ও মসজিদ সমূহ নির্মাণ করা হইয়াছে। কেনাডায় একখণ্ড প্রশস্ত জমিন মসজিদের জন্য খরিদ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা প্রকাশের কথা উল্লেখ পূর্বক হুজুর বলেন যে, আফ্রিকাতে সুয়াহেলী ও ইউরোবা ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা প্রকাশিত এবং জনগণের নিকট অত্যন্ত গ্রহণীয় হইয়াছে। ইণ্ডোনেশিয়ান ভাষায় কয়েক পারার তরজমা ছাপা হইয়াছে। নাইজেরিয়ায় 'হাউসা' ভাষায় তরজমার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। সেখানে প্রতি বৎসর কুরআন মজীদের যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাহাও খোদাতায়ালার ফজলে অত্যন্ত সফল হইয়া থাকে। বিগত বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের আল্লাহতায়ালা ইসলাম গ্রহণের তওফিক দান করিয়াছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্।

হুজুর নুসরতজাহান স্কীম, ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন, তা'লীমুল কুরআন, ওকফে আরযীর অধীনে সম্পাদিত কার্যাবলীর কথাও উল্লেখ করেন। অতঃপর ওকফে জদীদ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া সম্পর্কে বলেন যে, ইহার দ্বারা হিন্দু এবং প্রতিমাপুজারীগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ অতি সুষ্ঠরূপে সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে। শত শত লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম সম্বন্ধ অনুসন্ধানে মশগুল আছেন।

হুজুর (আইঃ) হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ বিষয়ে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের কথা উল্লেখ পূর্বক বলেন যে, ইহা এক অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যাহা এ বৎসর (১৯৭৮) সংঘটিত হয়। খৃষ্টজগৎ আপন আকায়েদ (ধর্মবিশ্বাস -এর ঘুম ঘোর নিদ্রীত পড়িয়াছিল। আমাদের এই কনফারেন্স তাহা দগক সজোরে আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং খৃষ্টান মহল গুলিতে ত্রাস ও হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা আমাদের ভাববিনিময়ের আহ্বান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। এই কনফারেন্সের ফলে ইউরোপের একটি ফার্মের অনুমান মোতাবেক বিশ্বের চৌদ্দ কোটি মানুষের নিকট আমাদের আওয়াজ পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা এবং কয়েকটি অন্যান্য দেশ

শামিল নহে। শুধু জাপানেই চৌষট্টিটি পত্র বা প্রবন্ধ পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। মোট কথা, আল্লাহতায়ালার ফজলে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য ও অভিমতের ব্যাপক প্রচার সাধিত হইয়াছে এবং এই ধর্মিয় বিষয়ে এক নবজীবনের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে জারী রাখিব এবং ক্ষান্ত ও শান্ত হইব না যতক্ষণ পর্যন্ত সারা বিশ্বে তৌহিদ বায়েম না হয় এবং তাহারা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে সমবেত না হয়। যদি আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া যাই, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা এই যে তিনি তারপর তাঁহার শান অনুযায়ী উহাতে বরকত দান করিবেন।

হুজুর শতবার্ষিকী জুবিলী সংক্রান্ত মোবারক তাহ্রীক প্রসঙ্গে বলেন যে, এই তাহ্রীকের বরকত এই যে, আল্লাহতায়ালা গোটনবার্গে (সুইডেন) আমাদিগকে একটি সুন্দর মসজিদ তামীর করার তওফিক দিয়াছেন। এই বৎসর লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহাতে পঠিত প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, এসব কিছুর খরচপত্র উক্ত তাহ্রীকের দ্বারাই পূরণ করা হইয়াছে।

পরিশেষে হুজুর বলেন যে আমরা যে চান্দ্র হিজরী শতাব্দীর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছি অর্থাৎ চৌদ্দ শতাব্দী তাহা অতি অদূর ভবিষ্যতেই শেষ হইতে চলিয়াছে। ইহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী ইহারই মধ্যে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন মহান বিপ্লবাত্মক ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হইয়াছে, ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণীও এই শতাব্দীর মধ্যেই পূর্ণ হইয়াছে। আমার হৃদয়ে এই তাহ্রীক হইয়াছে যে, এই শতাব্দীর শেষ তিন মাস জামাত আহমদীয়ার সদস্যগণ খাসভাবে আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ ও শোকর-গোজারীতে অতিবাহিত করিবেন। অতঃপর পনের শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনশাআল্লাহ আমরা আর একটি 'জশন' (আনন্দোৎসব) উদযাপন করিব। আমাদের এই আহদ বা অঙ্গীকার গ্রহণ করা উচিৎ যে, আমরা শতাব্দীর এই শেষ তিন মাস এমন রঙে অতিবাহিত করিব যে, আমাদের জীবন অধিকতররূপে ইসলামের শিক্ষা এবং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া হাসানা অনুযায়ী গড়িয়া উঠে, যাহাতে আল্লাহতায়ালা আমাদের হাম্‌দ, প্রশংসা ও শোকর সুলভ জাযাবাতকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেন এবং আমাদের কোনও দুর্বলতা সেই কুবুলিয়তের পথে প্রতিবন্ধক না হইতে পারে। হুজুর বলেন, আমি আজ আহমদী মহিলাগণের জলবায় বক্তৃতাকালে তাহাদিগকেও এই নসিহত করিয়াছি যে শয়তান যে সকল দুয়ার দিয়া প্রবেশ লাভ করার প্রয়াস পায়, আমাদের সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত এবং বেদাত ও কুসংস্কার এবং রসম ও রেওয়াজ বিবর্জিত পবিত্র ও খাঁটী ইসলামী রঙে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত।

আল্লাহতায়ালা যেন আমাদিগকে শতাব্দীর এই শেষ তিন মাস ব্যাপী সহি অর্থে (যথার্থরূপে) তাঁহার হামদ ও তারিফ এবং শোকরগুজারী করার তওফিক দান করেন এবং তারপর তিনি যেন তাঁহার ফজল ও করমে তাহা কবুলও করেন। আল্লাহুম্মা আমীন। (ক্রমশঃ)

(আল-ফজল, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

মিলাদুন্নবী (সাঃ)

১। আজকে যাঁহার জন্ম দিন
আজকে তাঁহারই মৃত্যু দিন
মিলাদুন্নবীর আনন্দে মেতে বিশ্ব মুস্লেমীন।

—০—

২। দু-জাহানের বাদশাহ্ যিনি
তাঁহার জন্ম দিনে
আলেমগণের খুশীর ওয়াজ
হাজার সম্মিলনে!
শাফায়াতের দৃশ্য দেখে
—ঐ হাশরের দিনে

—০—

৩। জন্ম-উৎসবে আত্মহারা
মৃত্যু জাগায় শোকের ধারা
জন্ম-মৃত্যুর একই দিবস
মোজেজা কি নয়
"রহমতুল্লিল আলামীন" মৃত।
কোন প্রাণে তা সয় (?)
একজন নয়, দুজন নয়
চার চার চিরঞ্জীব।

—০—

৪। মুসলিম জাহান সাগরে ভাসে
বিমানে উড়িয়ে পাদ্রীরা হাসে
—দেখেছ কি বে-গয়রত
ইরান 'বীরান' অসার আশ্বাসে
আফগান, কান্দাহার ডোবে কি ভাসে
কালের বাদশাহ্র কপালে আগুন
ইসরাইল রুধিছে পথ!

৫। এ কোন্ গজব জাহান্নামের ছবি
মুস্লিম জাহানে; নুরনবী
ভক্তেরা কি শুধু বেহুস উল্লাসে
পীর-পরস্তিতে মশগুল সবই
সর্বহারা সব আস্তানার পাশে
মুস্লিম জগত ত্রিশ্বের গ্রাসে।

—০—

৬। উচ্চারণে পঞ্চমুখ "খাতামান্নাবীঈন,
খাতামান্নাবীঈন"
নিরাশার আনন্দ করা ভাবে সমীচীন।
রহমতের দ্বার বন্ধ খতমে নবুয়তে
রসুল দরদী হেন-মিলাদের আহ্লাদের
পথে।

—০—

৭। "ইহ্দী নাস্সীরাত"—কি পথ বন্ধ কর
মিলাদে বিভোর হয়ে কি দরূদ পড়।
'কাওয়াল মহফলে' শোন 'খতমে নবুয়ত'
সুরের দুরন্তে হের পতনের পথ।
আর নাই আর নাই নিরাশা কীর্তনে
রসুল সাঃ কি খুশী হন শুষ্ক আকিঞ্চনে।
—'ইসমুহু আহমদে' হের প্রকাশ্য মিলাদ
মোহাম্মদী নূরের ছবি আনন্দ সংবাদ।

—চৌধুরী আব্দুল মতিন

সংবাদ

ঢাকায় সিরাতুন্নবী (সাঃ) সভা অনুষ্ঠিত

১২ই রবিউল আওয়াল ১৩৯৯ হিঃ মোতাবেক ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ইং রোজ শনিবার ঢাকা জামাতের উদ্যোগে দারুততবলীগ মসজিদে পবিত্র মিলাদুন-নবী (সাঃ) দিবস উপলক্ষে সীরাতুন-নবী (সাঃ) সভা বাদ নামায আসর ৫ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া রাত ৮ ঘটিকা পর্যন্ত অত্যন্ত ঝাঁকজমক ও ভাবগাম্ভীর্য পরিশেষে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারাম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওত করেন মৌঃ আজহার আলী সাহেব। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উর্দু না'ত পাঠ করিয়া শোনান জনাব মাযহারুল হক সাহেব। অতঃপর হযরত রসুল আকরাম মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠতম অদ্বিতীয় মর্যাদা এবং পবিত্র জীবন ও সীরাতের বিভিন্ন দিক—যেমন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শৈশব ও যৌবনকালের আদর্শ, মানবতার আদর্শ, তাঁহার মোকাম ও মর্যাদা (হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর দৃষ্টিতে), শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ এবং উসওয়া হাসানা ও আখলাকে ফাজেলা (উচ্চাঙ্গীন চারিত্রিক গুণাবলী) বিষয়ে যথাক্রমে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, জনাব মোঃ আব্দুস সামী সাহেব, মৌঃ আহামদ সাদেক মাহমুদ, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব এবং জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব। পরিশেষে মোহতার আমীর সাহেব হযরত রসুল আকরাম সাঃ আঃ -এর সর্বোচ্চ মর্যাদার কারণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার কল্যাণময় সিরাত ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন এবং ইসলামের আভ্যন্তরীণ ও বিধর্মী শত্রুগণের প্রচারিত অভিযোগ—(নায়ুযুবিল্লা) রসুল করীম (সাঃ) তলোয়ার বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মনের মরিচিকা বিদূরীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইসলাম বিস্তারে সক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন—মহানবী (সাঃ)-এর পাবত্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ সভা সমাপ্ত হয়। উপস্থিত সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয় এবং দ্বিতল মসজিদে আলোক সজ্জা করা হয়।

খোদার প্রেমে মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের।
(ফারসী দুররে সমীন)
—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার ফজলে ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা ১০ ও ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ ইং স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে লাউড স্পিকারের উত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। স্থানীয় জামাতের সদস্যবৃন্দ ব্যতীত ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং পার্শ্ববর্তী জামাত সমূহ হইতে আগত প্রায় চারিশত আহমদী জলসায় যোগদান করেন। বহু সংখ্যক গয়ের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীও বিশেষ আগ্রহ সহকারে জলসার বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন।

তুইদিন ব্যাপী তিনটি অধিবেশনে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন প্রথম অধিবেশন বেলা ২ ৩০ ঘটিকায় জনাব মোঃ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওতের সহিত শুরু হয়। তেলাওত করেন মৌঃ ইস্রাইল দিওয়ান, মুয়াল্লেম ওকফে জদীদ। অতঃপর জনাব হাবিবুল্লাহ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ রচিত উর্দ্দু নজম পাঠ করিয়া শোনান। তারপর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভুইয়া সাহেব জলসার পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করিয়া উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অতঃপর হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র জীবন ও সীরাতের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী, অধ্যাপক মুসলেহ উদ্দীন খাদেম, মৌলবী মোস্তফা আলী, মৌঃ শহিদুর রহমান মৌঃ মাশহুদুর রহমান ও মৌঃ মুফিল্লাহ সাহেবান। সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় উক্ত অধিবেশন সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়।

বাদ মাগরেব স্থানীয় জামাতের একটি বিশেষ ভবিষ্যতী-সাংগঠনিক অধিবেশন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে জেনারেল সেক্রেটারী জনাব উজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে তেলাওতে কুরআনে পাকের পর বাজেট নিয়মাবলী বিষয়ে বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার সেক্রেটারীদ্বয় জনাব এ, কে, রেজাউল করীম ও জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব বক্তৃতা করেন। অতঃপর জনাব উজির আলী সাহেব চান্দার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করেন।

জলসার দ্বিতীয় দিবসে প্রথম অধিবেশন জনাব উজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় পবিত্র কুরআন তেলাওতের সহিত আরম্ভ হয়। তেলাওত করেন মোলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব অতঃপর ক্বারী মাফুজুল হক সাহেব উর্দ্দু নজম পাঠ করিয়া শোনান। তারপর আহমদী ও গয়ের আহমদীতে পার্থক্য, মালী কুরবানী, একামতে সালাত ও খাতামানবীয়িন বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব হাফেজ সেকান্দর আলী, এ, কে, রেজাউল করীম, মৌঃ ইস্রাইল দিওয়ান, মৌঃ মহিবুল্লাহ সাহেবান। অতঃপর সভাপতি সাহেব রসম ও রেওয়াজ পরিহার এবং খাঁটী ইসলামী শিক্ষানুযায়ী ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন যাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

বাদ নামাজ জোহর ও আসর বেলা ২-৩০ ঘটিকায় সমাপনি অধিবেশন জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওত করেন জনাব ক্বারী মা ফুজুল হক সাহেব। নজম পাঠ করিয়া শোনান জনাব হাবিবুল্লাহ সাহেব। অতঃপর খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবন-চরিত, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ এবং খেলাফত ও তাহার এতায়াত এবং আমলে সালেহ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোঃ খলিলুর রহমান (নায়েব সদর বাঃ খোঃ আঃ) মৌঃ শহিদুর রহমান, মৌঃ সৈয়দ এজায আহমদ এবং ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেবান। অতঃপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষ হইতে এজহারে তাশাক্কুরের পর এজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই মোবারক জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md. F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwor